ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 028 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২৮ ● কলকাতা ● ১৬ মাঘ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের ছায়ায় খুনের ছক?

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ‘কণ্ঠরোধের রাজনীতি’—জীবনতলায় আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সরিয়ে দিতে কি ভোট-পরবর্তী ক্ষমতার সমীকরণকেই হাতিয়ার করা হচ্ছে? দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার সাম্প্রতিক অভিযোগ ঘিরে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে।

অভিযোগকারী সাংবাদিক শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, গত দুই দশক ধরে দুর্নীতি, জমি দখল ও স্থানীয় অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের ফলেই তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে হত্যাচক্রান্ত চলছে। শুধু ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়—এই চক্রান্তের পিছনে রয়েছে সুসংগঠিত রাজনৈতিক আশ্রয় ও ভোট-পরবর্তী জমি দখলের নীলনকশা।

ভোটের পর ‘জবাব দখল’?

উঠছে গুরুতর অভিযোগ

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের পর তাঁর জমিগুলি পুনরায় জোর করে দখলের পরিকল্পনা চূড়ান্ত। সেই লক্ষ্যেই এলাকায় তথাকথিত সমাজবিদ ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক পালাবদলের সুযোগ নিয়ে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তাকে ঢাল করেই এই পরিকল্পনা এগোচ্ছে—এমনটাই দাবি সাংবাদিকের।

স্থানীয় মহলের একাংশের বক্তব্য, ভোটের সময় ‘নীরব থাকা’ আর ভোটের পর ‘হিসেব চুকোনো’—এই সংস্কৃতি নতুন নয়। তবে একজন সাংবাদিককে সরাসরি টার্গেট করা হলে তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক বার্তা বহন করে।

অপরাধ না কি ‘দুর্ঘটনা’?

পরিকল্পনার ভয়ংকর ছক

অভিযোগে উঠে এসেছে এমন কিছু পদ্ধতির কথা, যা কেবল অপরাধ নয়, বরং নিখুঁতভাবে সাজানো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের চেনা ছক বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

রাস্তা দুর্ঘটনার ছদ্মবেশে খুন, ধীরে বিষপ্রয়োগ, ভোরবেলার হামলা কিংবা সুপারি কিলারের ব্যবহার—সবই পরিচিত প্যাটার্ন, যার উদ্দেশ্য একটাই—প্রশ্নকারী কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া।

বিশেষ করে ভৈরব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সুপারি কিলারের অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে।

প্রশাসনিক নীরবতা কি রাজনৈতিক চাপ?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। অভিযোগকারীর দাবি, বারবার আশঙ্কার কথা জানানো সত্ত্বেও কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এখনও চোখে পড়েনি। ফলে এলাকায় প্রশ্ন উঠছে—এই নীরবতা কি নিছক প্রশাসনিক ঢিলেমি, না কি রাজনৈতিক প্রভাবের ফল?

একজন প্রবীণ সাংবাদিকের মন্তব্য,

“যদি একজন রিপোর্টারকে এভাবে টার্গেট করা যায়, তাহলে আগামী দিনে আর কে কলম ধরবে?”

গণতন্ত্র বনাম গুন্ডাতন্ত্র

এই ঘটনা শুধু একজন সাংবাদিকের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়—এটি সরাসরি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্ন। জমি, পুকুর, ভোট ও ক্ষমতার অঙ্কে সংবাদমাধ্যমকে শত্রু মনে করার প্রবণতা রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান নিরাপত্তা বা কড়া পদক্ষেপ না হওয়ায় আতঙ্ক কাটেনি।

শেষ কথা—কলম কি তবে অপরাধ?

যে রাজ্যে কলম হাতে প্রশ্ন তোলা অপরাধে পরিণত হয়, সেখানে গণতন্ত্র কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে—এমনই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। জীবনতলার এই ঘটনা সেই আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করছে।

পর্ব 187

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেন আমি আর তিনি এক স্তরে একরূপ হয়ে গিয়েছি। অথবা একে এইরকম বোঝা যেতে পারে যে তাঁর প্রভাবের কারণেই, তাঁর আভামণ্ডলে থাকার কারণেই আমি তাঁর ইচ্ছানুসারেই চিন্তা করছিলাম।

ক্রমশঃ

রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ! ভোটের আগে নীরব প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোনও জনসভা নয়, মঞ্চও নেই। তবু রাজ্য রাজনীতিতে ফের বাড়ছে উত্তাপ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আবার পশ্চিমবঙ্গে। শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছনোর কথা তাঁর। তবে এবারের সফর প্রকাশ্য কর্মসূচিহীন, পুরোপুরি সাংগঠনিক।দলীয় সূত্র মানছে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য বিজেপিতে নেতৃত্ব ও সংগঠনের মধ্যে কিছু জায়গায় অসংগতি তৈরি হয়েছে। ভোটের আগে সেই ফাঁকফোকর মেরামত, অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ফেরানোই অমিত শাহের এই 'নীরব সফর'-এর মূল উদ্দেশ্য। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক রয়েছে। একটি বারাসতে, অন্যটি শিলিগুড়িতে।' দলীয় সূত্রের খবর, বারাসতের বৈঠকটি হওয়ার কথা ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী মাঠে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই বৈঠকগুলিতে দলের রণকৌশল নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে।

শাহের সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপর প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর আনন্দপুরী মাঠ পরিদর্শনে যান পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। নিরাপত্তা ও প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়। একই সঙ্গে মাঠে হাজির হন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'কার্যকর্তাদের মনোবল বাড়াতে অমিত শাহ মাঝেমধ্যেই আসেন।'

রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ মনে করছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ দিক বা মার্চের শুরুতেই বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে বলে জল্পনা। তার আগেই সংগঠনের ভিত শক্ত করা, দুর্বল অঞ্চল চিহ্নিত করা এবং রাজ্য থেকে মণ্ডল স্তর পর্যন্ত নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় ফেরানো, এই তিন লক্ষ্যেই শাহের সফর।

কলকাতায় থাকার সময় রাজ্য, জেলা ও মণ্ডল স্তরের একাধিক নেতার সঙ্গে আলাদা বৈঠকের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না দলীয় সূত্র। কে কোথায় দায়িত্ব নেবেন, কার উপর ভরসা বাড়বে, প্রচারের ভাষা ও কৌশল কী হবে— এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলতে পারে এই নীরব বৈঠক থেকেই।

হুমায়ুন সাক্ষাৎ নিয়ে বিতর্কের মাঝে কী সাফাই সেলিমের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত থেকে চর্চায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও জেইউপি প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীরের সাক্ষাৎ। বামেরা আদর্শ থেকে সরে আসছে, এমন কটাক্ষও উড়ে আসছে। দলের নিচুতলার কর্মীরাও এই সাক্ষাৎ মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। প্রকাশ্যে নিন্দা করতেও শোনা যাচ্ছে। তারই মাঝে হুমায়ুন সাক্ষাৎ নিয়ে মুখ খুললেন মহম্মদ সেলিম।এরপরই হুমায়ুন প্রসঙ্গ তুলে সেলিম আরও বলেন, "হুমায়ন কবীর একটা সময়ে মমতার কোলে ছিল। আবার বিজেপিতে গেল। প্রার্থী হল। আবার তৃণমূলে এসে এমএলএ হল। সেগুলোতে কোনও সমস্যা নেই। এখন কে কাকে চোখ মেরেছে সেটা চোখের বালি হয়ে যাচ্ছে!"বললেন, "সেলফি তোলা মানেই প্রেম নয়।" অর্থাৎ কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ মানেই জোট নয়, তেমনটাই দাবি করলেন তিনি। পাশাপাশি ছাব্বিশের জোট নিয়ে দলের অবস্থানও স্পষ্ট করে দিলেন তিনি।

ঠিক কী বলেছেন সেলিম? তাঁর কথায়, "সেলফি তোলা মানেই প্রেম নয়। কারও মুখে ঝাল না খেয়ে আমি চেখে দেখি না।" যারা বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে,

এরপর ৩ পাতায়

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল লাটাগুড়ি-রামশাইয়ে প্রকৃতির উপর

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

উত্তরবঙ্গের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে শীতের মরসুমে পর্যটকদের ঢল নেমেছে ডুয়ার্স অঞ্চলে। জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ি ও রামশাই সংলগ্ন গরুমারা জাতীয় উদ্যানকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন দেশ-বিদেশের

ভ্রমণপিপাসুরা। বিশেষ করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই অঞ্চলের মনোরম আবহাওয়া, সবুজে ঘেরা বনভূমি এবং বন্যপ্রাণের আকর্ষণ পর্যটকদের মন কেড়ে নিচ্ছে। ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য পরিচয় মেলে রামশাই এলাকায়। এখানে অবস্থিত মেখলা ওয়াচ টাওয়ার পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। উঁচু টাওয়ারে উঠে চারদিকের বিস্তীর্ণ বনভূমি, কুয়াশা ভেজা গাছপালা এবং নদীর অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। গভীর জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে চলা জলঢাকা ও মূর্তি নদীর মিলনস্থল এই অঞ্চলের সৌন্দর্যকে আরও মায়াময় করে তুলেছে।সৌভাগ্য ভালো থাকলে টাওয়ার থেকে কিংবা বনভ্রমণের সময় দেখা মিলতে পারে হাতি, গন্ডার, বাইসন, হরিণের মতো বন্যপ্রাণের। অনেক সময় বাঘের উপস্থিতির খবরও মিলেছে বনদপ্তরের সূত্রে। এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পর্যটকদের ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তোলে। লাটাগুড়ি ও

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

হুমায়ুন সাক্ষাৎ নিয়ে বিতর্কের মাঝে কী সাফাই সেলিমের?

সবার সঙ্গেই আলোচনা চান বলেই জানান তিনি। কে কী চাইছে তা বুঝে তারপর দলে আলোচনা হবে। সিদ্ধান্ত তার পরে। এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, "সিপিআইএমের বৈঠক হয় আলিমুদ্দিন দপ্তরে। রাজনৈতিকভাবে সমঝোতা, আসন সমঝোতা, ভাগাভাগি, এগুলো সব আলিমুদ্দিনে হয়। অন্য রাজনৈতিক দল যদি থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়। এখন আমরা সেই পর্যায়ে রয়েছি।"

সেলিম আরও বলেন, "আমাদের শরিক দলগুলোর সঙ্গে আসন সমঝোতা চলছে। সেটা দু-এক দিনের মধ্যে শেষ হবে। আমরা আগে থেকেই বলে দিয়েছি বামফ্রন্ট অগ্রাধিকার পাবে। তারপর অনেক বামপন্থী দল আছে, ব্যক্তি আছে, গোষ্ঠী আছে যারা বামফ্রন্টের মধ্যে নেই তাঁরা বিজেপি এবং তৃণমূলকে হারানোর জন্য এককাট্টা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে। এরপর বাইরের যারা বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে টেকসই লড়াই দেবে বলে মনে হবে, শেষ পর্যন্ত থাকবে মানুষের অধিকার-দাবি দাওয়ার কথা বলার জন্য তাঁদের সঙ্গে আমরা কথা বলব।"

(২ পাতার পর)

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল লাটাগুড়ি-রামশাইয়ে প্রকৃতির উপর

রামশাই অঞ্চলে বনদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত জিপ সাফারি পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে টিকিট কেটে বনাঞ্চলের নির্দিষ্ট পথে গাড়িতে করে জঙ্গল ভ্রমণের সুযোগ মিলছে। পাশাপাশি হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল সাফারির অভিজ্ঞতাও বহু পর্যটকের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে ধরা দিচ্ছে।পর্যটকদের সুবিধার্থে এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে নানা মানের হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকায় বহু পর্যটকই কয়েকদিনের জন্য এখানে অবস্থান করছেন। সকালের কুয়াশা, পাখির ডাক,সবুজে মোড়া বনপথ-সব মিলিয়ে এক নির্মল,প্রশান্ত পরিবেশ পর্যটকদের মন ভরিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি ও রামশাই আজ এক অনন্য গন্তব্য। শহরের কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে চাইলে এই অঞ্চল নিঃসন্দেহে হয়ে উঠতে পারে আদর্শ

সেলিম মীনাক্ষী সহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করল মালদা জেলা পুলিশ

বেবি চক্রবর্ত্তী

মালদা জেলায় পুলিশের অনুমতি না নিয়ে রাজনৈতিক সমাবেশ করেছে সিপিএম। সেই সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখার্জী সহ স্থানীয়বহু নেতা। চলে দীর্ঘ বাইক মিছিল। সরকারি অনুমতি না নিয়ে সমাবেশ, রাস্তা অবরোধ, সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে ফেলা, পুলিশকে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা তৈরি করা-সহ একাধিক ধারায় এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই সমাবেশ শেষে পুলিশের এক আধিকারিক ইংলিশবাজার থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতেই মামলা রজু করা হয়েছে বলে দাবি জেলা পুলিশের।

মহম্মদ সেলিম ছাড়াও তালিকায় নাম রয়েছে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সুমিত দে, শতরূপ ঘোষ, কৌশিক মিশ্র-সহ ৩৩ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দিনের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ২৩টি মোটরবাইককে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। বেআইনিভাবে শহরে ওই বাইক মিছিল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় বাইকের মালিকদেরও যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও বেনামী ১২০০ জনকে অভিযুক্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে জেলা সিপিএম নেতৃত্ব। বুধবার মালদহের সিপিএম জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র বলেন,

এরপর ৪ পাতায়

মতুয়াদের আবার সিএএ-তে আবেদন করার কথা জানলেন শান্তনু ঠাকুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সত্যিই মতুয়ারা পড়েছেন মহা সংকটে। একদিকে তৃণমূল বলছেন কোনো কারণেই যেন তারা সিএএ তে আবেদন না করেন, অন্যদিকে বিজেপি বলছে অবশ্যই তারা সিএএ তে আবেদন করে নিজেদের ভারতীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করুন। সেই সূত্র ধরেই মতুয়া মহা সম্মেলনে গিয়ে ফের এক বার মতুয়াদের সিএএ-তে আবেদন করতে বলেন তিনি। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার নলডুগরির কালোনিপাড়ায় মতুয়া ধর্ম মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন শান্তনু ঠাকুর। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তনু ঠাকুর মতুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা ধৈর্য্য ধরে সিএএ-তে আবেদন করবেন। সিএএ-তে আবেদন করলে আমাদের ভারতবর্ষে নাগরিকত্ব পেতে সুবিধা হবে। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড থাকলে নাগরিক হয় না। নাগরিকত্ব আলাদা নিতে হয়। রাজ্য সরকারের নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সিএএ-এর মাধ্যমে এনআরসি সমস্যার সমাধান হবে। আপনারা সিএএ-তে আবেদন করুন। কারও মন্তব্যে কান দেবেন না। তারা রাজনীতি করতে চায়। আমরা চাই বড়মার আন্দোলন সার্থক হোক।"

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

২০২৬ সালে নির্মলার আসন্ন বাজেট

২০২৬ এর বাজেট বিভিন্ন দিক থেকেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কমবেশি সকলেই এই বাজেটের দিকে তাকিয়ে আছে। ২০২৬-এর বিষয়টি আলাদা। কারণ এবার বাজেটের মাস খানেকের মধ্যে পাঁচ রাজ্যের ভোটের বিউগল বাজবে। ফলে এবার সংস্কারের পাশাপাশি নির্মলা সীতারমণের বাজেট (Budget 2026) জনমোহিনী হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সমস্যাটা হল, পরিকাঠামো খাতে ব্যয় থেকে কর্মসংস্থান, আর্থিক বৃদ্ধির হার বজায় রাখা আবার রাজকোষে ভারসাম্য রক্ষা, নির্মলার কাছে চ্যালেঞ্জ অনেক। সেই সব চ্যালেঞ্জ আদৌ তিনি পূরণ করতে পারবেন কী? ২০২৬ সালের বাজেটে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের মাধ্যমে ভারতের উন্নয়নকে ঐতিহাসিক স্থানে উন্নীত করায় জোর দেওয়া হবে। এই বছর যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির দিকে নজর দেওয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে রেলওয়ে, অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন, উৎপাদন, অটোমোবাইল, প্রতিরক্ষা, ইলেকট্রনিক্স, এমএসএমই, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং এআই। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইতিমধ্যে ভারত অনেকটা এগিয়েছে। এবার আরো নতুন প্রযুক্তি আসবে বলেই বিশ্বাস।

পরিবহণ-সহ বিভিন্ন শিল্পের মতে, উৎপাদন বাড়াতে ও কর্মসংস্থান তৈরির জন্য আর্থিক বৃদ্ধির গতি ধরে রাখায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় পরিকাঠামো। বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে গেলে মোদি সরকারকে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ বরাদ্দ করতে হবে। মার্কিন শুল্ক চাপের মধ্যে রপ্তানি ক্ষেত্রকে সুরাহা ও ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে নজর দিতে হবে অর্থমন্ত্রীকে। স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, কৃষি এবং সরবরাহের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও সরকারকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এবারের বাজেটে বাড়তি নজর দেওয়া হতে পারে রিয়েল এস্টেট শিল্পকে। আমজনতাকে বিনিয়োগ থেকে যাতে ভালো রিটার্ন দেওয়া যায়, সেজন্য সুদের হারে বড় বদল আশা করছে। এদিকে সামনেই বাংলা-কেরল-তামিলনাড়ু-পুদুচেরী-অসমে ভোট। ভোটমুখী এই পাঁচ রাজ্যে বড় পরিকাঠামো বিনিয়োগ করতে পারে সরকার। বিশেষ করে কেরল এবং বাংলায়। কারণ এই দুই রাজ্যকেই আগামী দিনে পাখির চোখ করছে মোদি সরকার।

টেন্ডার

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 11/En/15TH/ RAM-I/2025-2026 & 12/En/15TH/ RAM-I/2025-2026, with Vide Memo No.- 06/RAM-I GP(Untied), 07/ RAM-I GP (Tied)/ 2024-25 Dated:- 27-01-2026** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **10-02-2026 up to 14.00 Hours**. Interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

ইচ্ছায় যা চেয়েছি ভগবান তা আমাকে দিয়ে করাইনি, তার যে কাজটি করানো সে কাজটি ঠিক আমাকে দিয়ে বারবার করিয়ে নিয়েছে।আমার গুরুজনেরা যেসব ধর্ম স্থানে আজও যেতে পারিনি, সেই সব ধর্ম স্থানে আমি বহুবার ঘুরে এসেছি স্বয়ং ভগবান আমাকে টেনে নিয়ে গেছে। আমার কাছে এ কোন অর্থ নেই অথচ এমন একটি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে আমি সেখানে হাজির হয়েছি।খুব ছোটবেলায় আমাকে দক্ষিণেশ্বরে বারবার টেনে নিয়ে গেছে স্বয়ং মা ভবতারিণী। যা আমি চাইনি তাই আমি পেয়েছি, যা চেয়েছি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

সেলিম মীনাক্ষী সহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করল মালদা জেলা পুলিশ

"আমরা পুলিশের এসব মামলার পরোয়া করি না। পথে নেমে মানুষকে সঙ্গে নিয়েই জবাব দেওয়া হবে।" সিপিএম জেলা সম্পাদক জানান, এই ঘটনায় মহকুমা শাসক এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদেরও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। সিপিএমের তরফেও পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে শনিবার মালদহ শহরের রথবাড়ি মোড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সমাবেশ করে সিপিএম। তার জেরে ওই দিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ শহরের রথবাড়ি মোড়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শহরে ঢোকার রাস্তাও। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছোট যানবাহনও চলাচল করতে পারেনি। হয়রানির শিকার হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। সমাবেশ শেষে অনুমতি ছাড়াই শহরে মিছিল করেন সেলিম-মিনাক্ষীরা। তাতেও শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আটটি বাম হস্তে পাশযুক্ত তর্জনী, কপাল, ধনু, খট্টাঙ্গ, বজ্র, পাশ, ব্রহ্মমুণ্ড এবং রত্নপূরিত ঘট ধারণ করিয়া থাকেন। দেবী প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া বাম পদে ইন্দ্রকে এবং দক্ষিণ পদ দ্বারা উপেন্দ্রকে দলিত করেন এবং দুই পদের মধ্যে রুদ্র, ব্রহ্মা ও অপরাপর মারগণকে নিষ্পেষিত করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

"বাংলার পুলিশ দেশের মধ্যে সেরা" - কর্মজীবন থেকে বিদায় অনুষ্ঠানে রাজীব কুমার

বেবি চক্রবর্তী

মুখ্যমন্ত্রীর খুবই কাছের মানুষ বলে পরিচিত রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আগামী ৩১ জানুয়ারি তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন। সেই উপলক্ষেই বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুর বডিগার্ড লাইনে সংবর্ধনা দেওয়া হল তাঁকে। আর এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানর কর্মজীবম সম্পর্কে নানা কথা বলতে গিয়ে রাজীব বলেন, "বাংলার পুলিশ দেশের সেরা।" পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন, সাহসই পুলিশের অস্ত্র। যদিও সাহসের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। বিদায় ভাষণে ঠিক কী বলেছেন রাজীব কুমার? তিনি বলেন, "বাংলার পুলিশ দেশের মধ্যে সেরা। মাওবাদী দমনে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্নরকম চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় পুলিশকে। হোমগার্ড থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্তা, কারও অবদানই কম নয়।" তিনি আরও বলেন, "সৎ সাহসই পুলিশের সব থেকে বড় অস্ত্র। তবে সাহস মানেই অ্যাকশন, গুলি চালানো নয়।" একাধিক ইস্যুতে বাংলার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ওয়াকফ নিয়ে গতবছর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা। কার্যত আগুন জ্বলেছে এলাকায়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল ট্রেনও। পুলিশ চাইলেই কড়া হাতে তা সামাল দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে বারবার। কিছুদিন আগেই এসআইআরকে কেন্দ্র করে ফরাক্কার বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছিল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে নিন্দায় সরব হয়েছিল আমজনতা। তার পর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্ত বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমন উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। আবার উলটো ছবিও দেখা গিয়েছে এই বাংলার বুকেই। 'ন্যায্য' চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। তারপর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়াও হয়েছে। বিদায় বেলায় রাজীব কুমারের মুখে সৎ সাহসের ব্যাখ্যা আদতে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

গ্রামাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতির হার আরও হ্রাস পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ আজ সংসদে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের আর্থিক সমীক্ষা পেশ করেন। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে ২০২৩ এবং ২০২৪ এর মতো এ বছর গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়নি, বরং তা ছিল নিম্নমুখী। শহরাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতির তুলনায়ও এই হার ছিল কম। ২০২৫ সালে খাদ্য সংক্রান্ত মুদ্রাস্ফীতি যেমন কম ছিল, পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জাতীয় প্রবণতার সঙ্গে রাজ্যগুলিরও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা একই ছিল। তবে কেরালা এবং লাক্ষাদ্বীপে এই প্রবণতা বিপরীত ছিল। এই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খুচরো পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশ অতিক্রম করে যায়।

রাজ্যগুলির মুদ্রাস্ফীতি মূলক স্থানীয় স্তরের জিনিসপত্রের দামের ওঠানামার ওপর নির্ভর করে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে কোনও কোনও রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার জাতীয় হারের তুলনায় বেশি ছিল। কোথাও আবার এই হার ছিল কম। যেমন দক্ষিণ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল বেশি। অন্যদিকে দিল্লি ও হিমাচল প্রদেশে এই হার ছিল কম। জিএসটি প্রয়োগের ফলে রাজ্যস্তরে মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

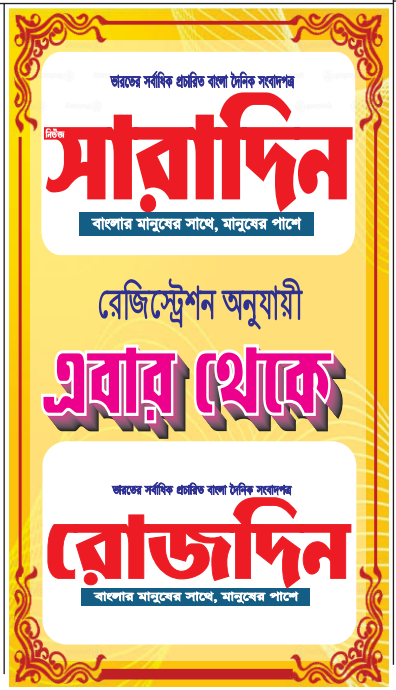

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ব্যয় এবং বিনিয়োগের ডবল ইঞ্জিনে চালিত হয়ে ২৬ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে

নতুন দিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

ব্যয় এবং বিনিয়োগের ডবল ইঞ্জিনে চালিত হয়ে ২৬ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে ২৭ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি হতে পারে ৬.৮ থেকে ৭.২ শতাংশ। ২৬ অর্থবছরে জিডিপি-তে চূড়ান্ত প্রাইভেট কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার (পিএফসিই)-এর ভাগ ৬১.৫ শতাংশে পৌঁছোতে পারে বলে প্রথম আগাম পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ২৬ অর্থবছরে বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে বিনিয়োগও। গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ৩০ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ২৬ অর্থবছরে বাড়তে পারে ৩.১ শতাংশ হারে। শিল্প ক্ষেত্রেও শক্তিশালী হওয়ায় ইঙ্গিত দিচ্ছে উৎপাদন শিল্প যা ২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বেড়েছে ৮.৪ শতাংশ হারে, যা ৭.০ শতাংশের পূর্বাভাসের তুলনায় বেশি। ২৬ অর্থবছরে শিল্প ক্ষেত্রও আশা করা হচ্ছে বাড়তে পারে ৬.২ শতাংশ হারে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সরবরাহের দিক দিয়ে বলা হয়েছে বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি থেকে যাবে পরিষেবা। ২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে পরিষেবার জন্য গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ) বেড়েছে ৯.৩ শতাংশ হারে। গোটা অর্থবছরেই যার বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল ৯.১ শতাংশ।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে অর্থনীতিতে চাহিদা ভিত্তিক বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতিকে সহজ করেছে। ফলে বেড়েছে প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা। সমীক্ষায় বলা হয়েছে ঘরোয়া চাহিদা এবং মূলধন গঠনের গতি ২৬ অর্থবছরে গতিপ্রাপ্ত হয়েছে সঠিক মুদ্রানীতি রণকৌশলের জন্য। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাতাবরণের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা সহ ভারতের মোট রপ্তানি ২৫ অর্থবছরে পৌঁছেছে রেকর্ড ৮২৫.৩ বিলিয়ন ডলারে। ২৬ অর্থবছরে যে গতি ধরে রাখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো সত্ত্বেও ২০২৫-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ২.৪ শতাংশ। পাশাপাশি পরিষেবা রপ্তানি বেড়েছে ৬.৫ শতাংশ। ২০২৫-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে পণ্য আমদানি বেড়েছে ৫.৯ শতাংশ। নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য সংস্কারে কাজ করেছে লেবার কোডের রূপায়ণ যা মজুরি, কর্মসুরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। ২৬ অর্থবছরে সারা বিশ্বে অর্থনীতিতে যে টালমাটাল অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে সরকার সেই সঙ্কটকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম জিএসটি ন্যাশানাইজেশন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিলকরণ এবং সর্ব ক্ষেত্রেই বাধ্যবাধ্যকতার সরলীকরণ।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ যেহেতু টালমাটাল শ্লথতা অবশ্যম্ভাবী হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এবছর সম্পূর্ণ হতে পারে, যা বাইরের অনিশ্চয়তা অনেকটাই কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি ব্রিটেন, ওমান এবং নিউ জিল্যাণ্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং ৩ বছর আলোচনার পর সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি পরিস্থিতি আরও সহজ করতে পারে।

(৩ পাতার পর)

মতুয়াদের আবার সিএএ-তে আবেদন করার কথা জানলেন শান্তনু ঠাকুর

হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, "এসআইআর-এ মতুয়াদের নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনকে ধরতে হবে। আমাদের নয়।" এবারই অবশ্য প্রথম নয়, এসআইআর পর্বের শুরু থেকেই শান্তনু সওয়াল করছিলেন সিএএ-তে আবেদন করার জন্য। বিজেপির তরফে নানা জায়গায় সিএএ ক্যাম্পও খোলা হয়েছিল। সিএএ নিয়ে বলতে গিয়ে শান্তনু এর আগে বলেছিলেন, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগেই বলে দিয়েছেন শুধু ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নয় ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা ভারতবর্ষেই থাকবেন। এদের কেউ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে পাঠাতে পারবে না।"

ভিসা ছাড়াই চীনে যেতে পারবেন যুক্তরাজ্যের নাগরিকরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চীন যেতে ভিসা লাগবে না যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের। চীনে ভিসামুক্ত এক মাসের জন্য বিনা ভিসায় ভ্রমণের সুযোগ পাবেন তারা।

বৃহস্পতিবার চীন সফররত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ তথ্য জানিয়েছেন।

কিয়ার স্টারমার রাজধানী বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিছু চুক্তিতেও উপনীত হয়েছেন তিনি। এইসব চুক্তির মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকদের বিনা ভিসায় চীন ভ্রমণের চুক্তিও রয়েছে।

এই চুক্তির বদৌলতে চীনে ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া ফ্রান্স, জার্মানি অস্ট্রেলিয়ার মতো ৫০টি দেশের কাতারে চলে আসবে যুক্তরাজ্য। বর্তমানে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারীদের চীনের মূল ভূখণ্ডে ঢুকতে হলে ভিসা লাগে।

চীন ২০২৩ সাল থেকে ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেনসহ বিভিন্ন দেশের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই নিয়মের আওতায় ওই দেশগুলোর নাগরিকরা সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য ভিসা ছাড়া চীনে ভ্রমণ করতে পারেন।

ভিসা চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, "বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবসায়ীরা চীনে তাদের পদচিহ্ন বৃদ্ধির দাবি করে আসছেন। আমরা তাদের জন্য এটি সহজ করে দেব- স্বল্পমেয়াদী ভ্রমণের জন্য ভিসা নিয়ম শিথিল করার মাধ্যমে- বিদেশে সম্প্রসারণে তাদের সহায়তা করব, একই সাথে দেশে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করব।"

প্রধানমন্ত্রী স্টারমার বুধবার তিনদিনের সফরে চীনে পৌঁছান। ২০১৮ সালের পর এটি কোনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রথম চীন সফর। এই সফরে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বেশ কয়েকটি চুক্তি করেছেন স্টারমার। এসব চুক্তির মধ্যে রয়েছে- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত অপরাধ এবং অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে সহযোগিতা, দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন পরিষেবায় অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যুক্তরাজ্য ও চীনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন পরিষেবায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারীকরণ চুক্তির সম্ভাব্যতা যৌথভাবে যাচাই, কোনও পণ্য, পরিষেবা, বা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট মানদণ্ড, নিয়ম বা প্রবিধান মেনে চলছে কি না তা পরীক্ষা ও নিশ্চিতকরণে (কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট) সহযোগিতা, যুক্তরাজ্য থেকে চীনে পণ্য রফতানি করা।

সিনেমার খবর

সম্পর্কে সিলমোহর দিলেন প্রেমিক, বিয়ে কবে করছেন কৃতি শ্যানন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন ও কবীর বাহিয়াকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে অনেক দিন ধরেই সম্পর্কের গুঞ্জন চলছে। বিমানবন্দর থেকে পারিবারিক অনুষ্ঠান— বহু জায়গায় তাদের একসঙ্গে দেখা গেছে। কিন্তু সম্পর্কের কথা কখনই নিজের মুখে স্বীকার করেননি অভিনেত্রী। এবার আলোচিত প্রেমিক কবীর নিজেই সব ফাঁস করে দিলেন।

নূপুরের বিয়ের আসর থেকে বেশ কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন কবীর বাহিয়া। এর মধ্যে একটি ছবি কৃতির সঙ্গে তোলা রয়েছে। ছবির ক্যাপশনে কবীর লিখেছেন— অসাধারণ কিছু স্মৃতি ও মানুষ।

একেবারে প্রেমিক যুগলের মতোই তারা ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন বলে মত ভক্ত-অনুরাগীদের। কৃতি শ্যানন পরেছেন সবুজ রঙের গাউন। কবীরের পরনে সাদা রঙের ব্লেজার স্যুট। জুটিকে দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। এক নেটিজেন মন্তব্য করে কৃতির উদ্দেশে লিখেছেন— আর দেরি কিসের? বোনের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। এবার আপনিও বিয়েটা সেরে ফেলুন।

আরেক নেটিজেন লিখেছেন— মেড ফর ইচ আদার। এ ছবিই কি তবে সিলমোহর দিল কৃতি ও কবীরের সম্পর্কে? বিয়েটা কবে? এমন নানা প্রশ্ন উঠছে। তবে এখনো মুখে কুলুপ এঁটে আছেন অভিনেত্রী।

উল্লেখ্য, বোন নূপুর শ্যানন গাঁটছড়া বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বিয়ের ইঙ্গিত দিলেন কৃতি শ্যানন? সম্প্রতি স্টেবিন বেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন নূপুর। নূপুর-স্টেবিন হিন্দু ও খ্রিস্টান, এই দুই মতে বিয়ে করেছেন। বিয়েতে ছিল এলাহি আয়োজন। মুম্বাইয়ে প্রীতিভোজের আসরে বলিউডের বহু তারকা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের নানা মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন কৃতি নিজেই। বোনের বিয়ে নিয়ে তিনি আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যেই নিজের সম্পর্কেও সিলমোহর দিয়ে দিলেন তিনি?

শাহরুখকে 'হাই বলতে' তরুণীর কাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের কিংবদন্তি অভিনেত্রা শাহরুখ খান। বলিউড এই সুপারস্টার গত কয়েক বছর ধরে কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া প্রকাশ্যে খুব একটা আসেন না। সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বলয়ে থাকেন।

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় দিল্লিতে শাহরুখ খানের গাড়িকে ধাওয়া করেন কয়েকজন তরুণ-তরুণীদের বহনকারা অটো। তাদের ধাওয়ায় ভয় পেয়ে যান মুম্বাইয়ের মহা তারকা।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে শোনা যায় অটোচালককে তরুণীরা বলছেন, 'গাড়িটার পাশ দিয়ে চলুন।' আমি 'শাহরুখকে একবার হাই বলব'। আমি আর কারও জন্য এটা করি না। শুধু ওর জন্যিএটা করছি।'

সেই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন তরুণী লিখেন, 'আমিই তোমার 'জবর ফ্যান'।

শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে কি না সেটা জানা যায়নি।

নেহার বাঁচার আকুতি, হঠাৎ কি হয়েছে গায়িকার!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা নেহা কক্কর। গানের পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই নানা কারণে তাকে সামাজিক মাধ্যমে ট্রলের শিকার হতে দেখা যায়। তবে এবার তার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একাধিক স্টোরিকে কেন্দ্র করে অনলাইন দুনিয়ায় বেশ কৌতূহল ছড়িয়েছে।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা স্টোরিতে 'দিলবার'খ্যাত গায়িকা তার পেশাগত জীবন থেকে শুরু করে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার কথা জানান। এমনকি তিনি আদৌ পেশাগত জীবনে ফিরবেন কিনা, সে বিষয়েও অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য পোস্ট দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো মুছে ফেলেন নেহা! এই পোস্টটি ঘিরে তাই নেটিজেনদের মাঝে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম স্টোরিতে নেহা লেখেন, 'দায়িত্ব, সম্পর্ক, কাজসহ এখন যা কিছু মাথায় আসছে, সবকিছু থেকে বিরতি নেওয়ার সময় এসেছে। আমি ফিরব কিনা, জানি না। ধন্যবাদ।'

দ্বিতীয় স্টোরিতে পাপারাজ্জি ও ভক্তদের উদ্দেশে এ গায়িকা লেখেন, 'আমি পাপারাজ্জি ও ভক্তদের অনুরোধ করছি, আমাকে যেন ভিডিও না করা হয়। দয়া করে আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করুন এবং আমাকে পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিন। কোনো ক্যামেরা নয়, প্লিজ! শান্তির জন্য এটুকুই আমি আপনাদের কাছে চাই।'

ধারণা করা হচ্ছে, গত ১৫ ডিসেম্বর নেহার সবশেষ 'ক্যান্ডি শপ' গানটি প্রকাশের পর অনলাইনে নেটিজেনদের থেকে তাকে যে পরিমাণ ট্রলের মুখে পড়তে হয়েছিল, তার কারণেই হয়তো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। তার ভাই টনি কক্করের সঙ্গে প্রকাশিত এই গানটির কারণে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন নেহা।

তার আগে ২০২৫ সালের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে একটি কনসার্টে দর্শকদের দুয়োধ্বনির মুখে পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে মঞ্চেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এ সংগীতশিল্পী। যদিও সেবার এর জন্য আয়োজকদের ঘাড়ে দায় দিয়েছিলেন নেহা কক্কর। তবে হঠাৎ কেনো এ ধরনের স্টোরি অনলাইনে শেয়ার করে পরে সেটা মুছে ফেললেন- তা নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি তিনি।

খেলা শেষে কাঁদলেন দিয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবিশ্বাস্য নাটকীয়তার মধ্যে মরক্কোকে ১-০ গোলে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস (এএফকন) শিরোপা জিতেছে সেনেগাল। ১৮ জানুয়ারি রাতে দুই দলের শিরোপা লড়াই ছিল নাটকীয়তায় ভরা। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে সমতা, তারপর ইনজুরি টাইমে এমন এক মুহূর্ত আসে—যা ম্যাচের ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে পারত। ইনজুরি টাইমের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি পায় মরক্কো। আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার এই ট্রফি পাওয়ার আক্ষেপ মরক্কোর ৫০ বছরের। হয়ত একটি সফল স্পট কিকেই সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাতে পারতেন ব্রাহিম দিয়াজ।

১২ গজ দূর থেকে দিয়াজের পা থেকে আসতে পারত শিরোপা নিশ্চিত করা গোল। কিন্তু যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য। ব্রাহিম জোরালো শট না নিয়ে মাঝখানে হালকা 'প্যানেনকা' চেষ্টা করেন। সেনেগাল গোলরক্ষক এদুয়ার্দ মেন্ডি সহজেই তা ঠেকিয়ে দেন। সেই একটি মুহূর্তই যেন বদলে দেয় পুরো ম্যাচের গল্প।

দিয়াজের ওই ব্যর্থতার সুযোগই কাজে লাগায় সেনেগাল। পেপ গুইয়ের একমাত্র গোলে জয় নিশ্চিত করে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের শিরোপা উল্লাসে মাতে তারা। মাঠজুড়ে তখন আনন্দের জোয়ার, আর অন্য প্রান্তে দিয়াজের মুখে স্পষ্ট হতাশা—যেন একটি সিদ্ধান্তেই বদলে গেল পুরো টুর্নামেন্টের পরিণতি।

টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছেন সাবেক ম্যানচেস্টার সিটির তারকা। দলকে ফাইনালে তুলতে অবদান রেখেছেন পাঁচ গোল করে। কিন্তু এদিন 'পানেনকা' শট নিতে গিয়ে ধরা পড়েন মেন্দির হাতে। পেনাল্টি শুটের সময় নিজের অবস্থান থেকে সরেননি মেন্দি, যে কারণে খুব সহজে বলটি গ্লাভসবন্দী করেন ভিয়া রিয়ালের এই গোলকিপার।

পেনাল্টি থেকে গোল করতে না পারার পর বিচলিত ছিলেন দিয়াজ। টেলিভিশন ক্যামেরায় দেখা গেছে মরক্কোর বেঞ্চে চোখ ছলছল করছিল কারও কারও। ফাইনাল শেষে শিশুর মতো কেঁদেছেন দিয়াজও। টুর্নামেন্টের সেরা গোলস্কোরারের পুরস্কার যখন নিতে যাচ্ছিলেন পা এগোচ্ছিলো না যেন; দুই দলের খেলোয়াড়েরা করতালি দিয়ে তাকে অভিবাদন জানান, ঠোট চেপে কান্না লুকানোর চেষ্টাই কেবল করেছেন দিয়াজ।

ওই পেনাল্টি নিয়ে আপত্তি ছিল সেনেগালের। বেশিরভাগ খেলোয়াড় মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। স্পট কিক নিতে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা দিয়াজকে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ ১৭ মিনিট। ম্যাচ শেষে ওই ঘটনাকে ইঙ্গিত করে মরক্কোর ম্যানেজার ওয়ালিদ রেগ্রাগুই বলেন, 'পেনাল্টি নেওয়ার আগে অনেক সময় পার হয়েছে, যা তাঁকে (দিয়াজ) বিরক্ত করেছিল। কিন্তু যা ঘটেছে তা আমরা পরিবর্তন করতে পারব না। এভাবেই সে পেনাল্টি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের এখন সামনের দিকে তাকাতে হবে।'

খেলোয়াড়দের এসব নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই। অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে চাইবেন দিয়াজ। তবে সেটি মোটেও সহজ হবে না তা বলাই যায়। তার জন্য কী অপেক্ষা করছে সেসবের কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে মরক্কোর সাবেক মিডফিল্ডার হাসান কাচলুলের কথা থেকে, 'আমি মনে করি ব্রাহিম দিয়াজ আগামী দিনে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখবেন।'

নাইজেরিয়ার সাবেক ফরোয়ার্ড ড্যানিয়েল আমোকাচি বলেন, 'ব্রাহিম দিয়াজ এই টুর্নামেন্টে পাঁচটি গোল করা সত্ত্বেও নিজের সমস্ত গৌরবময় মুহূর্ত নষ্ট করে দিয়েছেন।'আরেক নাইজেরিয়ান সাবেক মিডফিল্ডার জন ওবি মিকেল বলেন, 'এই টুর্নামেন্টে দিয়াজের যত কিছু ভালো ছিল সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে বিধ্বস্ত। সামনের সময়টা তার জন্য কঠিন হতে চলেছে- কয়েক সপ্তাহ, হয়ত মাসের পর মাস ধরে।'

নাইজেরিয়ার আরেক সাবেক আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ইফান একোকু বলেন, 'এটা এমন একটি মুহূর্ত যা ব্রাহিম দিয়াজ কখনই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।'

বিশ্বকাপের আগে সিরিজ হারায় অধিনায়ককে শাস্তি দিল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসন্ন ১০ম আসরের আয়োজক দেশ ভারত। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরু হবে। তার আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হেরে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলটি।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমারের মতো পরাজয়ের কারণে বাজে পারফরম্যান্সে শাস্তি হচ্ছে অধিনায়ক শুভমান গিলের। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে শুবমান গিল ও রবীন্দ্র জাদেজাকে নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)।

ক্রিকেট ভিত্তিক ভারতীয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল না হলে গিল ও জাদেজার রঞ্জি ট্রফিতে খেলা নিশ্চিত। ২২ জানুয়ারি থেকে পাঞ্জাবের বিপক্ষে সৌরাষ্ট্রের খেলা। অর্থাৎ, একে অপরের বিপক্ষে খেলতে হবে গিল ও জাদেজাকে।

চলতি মৌসুমে রঞ্জির একটি ম্যাচও খেলেননি গিল। গত মৌসুমে কর্নাটকের বিপক্ষে শেষবার ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেট খেলেছিলেন তিনি। জাদেজা এই মৌসুমে সৌরাষ্ট্রের হয়ে একটি ম্যাচই খেলেছেন। আপাতত দুই জনেরই দেশের হয়ে খেলা নেই। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন জাদেজা। গিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নেই। ফলে রঞ্জির গ্রুপ পর্বে বাকি দুই ম্যাচ খেলার সুযোগ রয়েছে তাদের।

অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে গিলকে চোটের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। দুইবার বড় চোট পেয়েছেন তিনি। তার প্রভাব তার খেলায় পড়েছে। পাশাপাশি অধিনায়কত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অন্য দিকে জাদেজা নিউজল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচে মাত্র ৪৩ রান করেছেন। একটিও উইকেট পাননি।

আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে দল তৈরি করে রাখতে চাইছে ভারত। রোহিত শর্মা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে রান না পেলেও আগের দুই সিরিজে ভালো করেছেন। বিরাট কোহলি দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান।

লা লিগায় এমবাপের মাইলফলক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটের কারণে প্রায় এক মাস পর লেভান্তের বিপক্ষে মাঠে ফিরেই গোলের দেখা পেলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এর মধ্যে দিয়ে লা লিগায় দ্রুততম ৫০ গোলের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন তিনি।

এই শতাব্দীতে শুধু পর্তুগালের তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোই তার চেয়ে দ্রুত এই মাইলফলক স্পর্শ করতে পেরেছেন।এই রেকর্ড গড়তে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ফরাসি সুপারস্টারের লেগেছে মাত্র ৫৩ ম্যাচ। স্থানীয় সময় শনিবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২-০ গোলের জয়ে পেনাল্টি থেকে নিজের ৫০তম লা লিগা গোলটি করেন এমবাপ্পে।

এদিন লেভান্তের বিপক্ষে ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপ্পে। এরপর আসেনসিও গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে মাত্র এক পয়েন্ট পেছনে রইল রিয়াল। ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ আলভারো আরবেলোয়া এমবাপ্পের প্রশংসা করে বলেন, 'সে আমাদের নেতা। হাঁটুর ব্যথা থাকা সত্ত্বেও দলকে সাহায্য করতে মাঠে নামতে চেয়েছে। এমন মানসিকতা একজন স্বাভাবিক নেতারই পরিচয়।'

এর আগে ২০০৯ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে রিয়ালে যোগ দিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ৫১ ম্যাচেই ৫০ গোল করেছিলেন। করেছেন।

দ্রুততম ৫০ লা লিগা গোলদাতার তালিকায় এই দুজনের পর আছেন লুইস সুয়ারেজ (৫৯ ম্যাচ), রাদামেল ফালকাও (৬৪), রবার্ট লেভানডোভস্কি (৭৮) ও নেইমার (৮৪ ম্যাচ)।

রোনালদো রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে লা লিগায় ২৯২ ম্যাচে রেকর্ড ৩১১ গোল করেছেন, যা এখনো কেউ ভাঙতে পারেনি। ২০২৪ সালে পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যোগ দেওয়া এমবাপ্পে অল্প সময়েই নিজেকে স্প্যানিশ লিগে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR